

## আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আতফালুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের সদস্যবৃন্দ



সমাজের তরুণ প্রজন্মের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যাবলীর বিষয়ে দিকনির্দেশনা  
প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

২৪ এপ্রিল ২০২১ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের ১৩-১৫ বছর বয়সী সদস্যদের সাথে এক  
ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা  
মসরুর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে ১৩৫ জন আতফালের সাথে এ ভার্চুয়াল সভার  
সভাপতিত্ব করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ হুযূর  
আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয় মন্দ অভ্যাস কীভাবে দূর করা যায়।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে খুব সুন্দর একটি নীতি প্রদান করেছেন। তা এই যে, যদি তুমি কোন মন্দ অভ্যাস  
বা পাপ পরিত্যাগ করতে চাও, তবে সর্বপ্রথম চেষ্টা করো সেই পাপকে ঘৃণা করতে — সেই পাপকে ঘৃণা করো এবং  
নিজ মনে এবং আল্লাহ তা'লার কাছেও এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করো যে, তুমি আর কখনো এ পাপ বা মন্দ কর্ম করবে না।  
এর পাশাপাশি আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়াও করো, যেন তিনি তোমাকে এ পাপ থেকে রক্ষা করেন। ... সুতরাং এর  
সবটাই নির্ভর করে তোমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং সেই মন্দ অভ্যাস বা পাপের প্রতি তোমার ঘৃণার ওপর।”



একজন তিফল প্রশ্ন করেন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইয়ের মধ্যে নবীনদের পড়ার জন্য ছয়র আকদাস কোন বইগুলোর সুপারিশ করবেন।

উত্তরে ছয়র আকদাস উল্লেখ করেন যে, ‘কিশতিয়ে নূহ’ এবং ‘হাকীকাতুল ওহী’ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন বইয়ের মধ্যে পড়ে যেগুলো নবীনদের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজে বোধগম্য হতে পারে। তবে, ছয়র আকদাস বলেন যে, শুরুতে নবীনদের বই পড়ার আগ্রহ গড়ে তোলার জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিসমূহের সংকলন সম্বলিত বইগুলোর সুচীপত্র দেখে নিজের আগ্রহের বিষয়ের ওপর ছোট ছোট উদ্ধৃতি পড়া উচিত।

ছয়র আকদাস এ প্রসঙ্গে পাঁচ খণ্ডে The Essence of Islam শিরোনামে প্রকাশিত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনী থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উদ্ধৃতির সংকলনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যেখানে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর নির্বাচিত উদ্ধৃতিসমূহ রয়েছে যা থেকে নবীন পাঠকগণ পড়ার জন্য কিছু উদ্ধৃতি বাছাই করে নিতে পারেন এবং এভাবে নিজেদের আগ্রহ গড়ে তুলতে পারেন।

একজন অংশগ্রহণকারী প্রশ্ন করেন যে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কি কেউ বাসায় নামাযে ইমামতি করতে পারেন। ছয়র আকদাস বলেন যে, অবশ্যই পারেন, যদি তার ধর্মীয় জ্ঞান থাকে এবং যদি পবিত্র কুরআনের যথেষ্ট অংশ তার মুখস্থ থাকে, তবে তিনি এমনকি মসজিদেও তারাবির নামাযের ইমামতি করতে পারেন।



আতফালের একজন প্রশ্ন করেন, লায়লাতুল কদরের রাতে কী ঘটে?

লায়লাতুল কদরের ধারণা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন যে, রমযানের শেষ দশ দিনে, এমন একটি বিশেষ রাত রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা'লা কোন ব্যক্তির সকল দোয়া কবুল করেন। একই সময়ে, এ (লায়লাতুল কদর) থেকে কল্যাণ লাভের জন্য তোমাকে একজন প্রকৃত মু'মিন হতে হবে। এমন না যে, কোন নাস্তিক ব্যক্তি মসজিদে আসবে, বা এমন কোন ব্যক্তি যে পূর্বে কোনদিন নামায আদায় করে নি, আর কেবল লাইলাতুল কদরের রাতে সিজদায় গিয়ে বলবে, ‘হে আল্লাহ তা'লা আমার দোয়া কবুল কর।’ না। যদি তুমি প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকো, নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায আদায় করো, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করো, ইসলামের শিক্ষাসমূহের অনুশীলন করো, তবে তুমি সেই রাত থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারো।”



হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“মহানবী (সা.) বলেছে যে, রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে বিজোড় রাতগুলোতে, অর্থাৎ, ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাতগুলোতে আমাদের সেই রাতের অনুসন্ধান করা উচিত। কোন্ রাত তা তিনি সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেন নি।”

হযরত আকদাসকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অংশ তিনি কীভাবে মুখস্ত করেছেন এবং এ বিষয়ে তার নিজ অভিজ্ঞতা কী, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

হযরত আকদাস বর্ণনা করেন যে, তাঁর শৈশবে তিনি রাবওয়াতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একটি স্কুলে পড়াশোনা করতেন, যেখানে ধর্মীয় জ্ঞানের বিশেষ ক্লাস নেওয়া হতো, যার পাঠ্যক্রমের মধ্যে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অংশ মুখস্থ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হুযূর আকদাস বলেন যে, অন্যান্য আতফালের সঙ্গে তিনিও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অংশ মুখস্থ করতেন এবং পবিত্র কুরআন মুখস্থের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন।

অল্প বয়সে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার গুরুত্বের বিষয়ে পরামর্শ দিতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আতফাল হিসেবে, তোমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন পবিত্র কুরআনের অন্তত শেষ বিশটি বা ত্রিশটি সূরা তোমাদের মুখস্থ হয়ে যায়। এভাবে তোমাদের আগ্রহও গড়ে উঠবে। আবার তের বছর বা তার উপরের বয়সের আতফাল এবং খোন্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদেরও এর পাশাপাশি সূরা আল্ বাকারার প্রথম ১৭ টি আয়াত মুখস্থ করার চেষ্টা করা উচিত এবং এর পাশাপাশি এ আয়াতগুলোর অর্থও জানার চেষ্টা করা উচিত। এভাবেই তুমি নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করতে পারো এবং পারিপার্শ্বিকতা ও মন্দ লোকদের কুপ্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারো।”

আতফালের একজন হুযূর আকদাসকে তাঁর পাকিস্তানে কাটানো সময়ের মধ্য থেকে কিছু স্মৃতি বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) স্মৃতিচারণ করে বলেন:

“পাকিস্তানে, আমি রাবওয়াতে বাস করতাম, যা এমন একটি শহর যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী আহমদী। যখন আমরা আতফাল ছিলাম, আমরা ফজরের নামাযের পূর্বে “সাল্লে আলা” [নামাযে আহ্বানের জন্য বিশেষ সুরে পঠিত দরুদ] পড়তাম। এমন প্রত্যেক এলাকা যেখানে আতফালের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানে তারা ফজরের নামাযের পূর্বে “সাল্লে আলা” পড়ে মানুষকে নামাযের জন্য জাগাতেন।”

একজন প্রশ্নকারী পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং জানতে চান সকল পাপের ক্ষমা হওয়া সম্ভব কিনা।

উত্তরে হুযূর আকদাস আল্লাহ্ তা'লার দয়ার বিশালতা কীরূপ এবং কীভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির শেষ বিচার আল্লাহ্র হাতে থাকে তা উপস্থাপন করে, এমন দু'টি গল্প বলেন।

শিক্ষণীয় গল্প দু'টি বর্ণনা করার পর হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“সুতরাং আল্লাহ্ তা'লাই সিদ্ধান্ত নেবেন, কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে। কিন্তু এটি আমাদের কর্তব্য যে, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী অনুসরণের চেষ্টা করি এবং নিজেদেরকে কোন পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত না করি। এমন ভাবা উচিত নয় যে, ‘আমরা যা-ই করি আমাদের ক্ষমা করা হবে এবং আমরা জান্নাতে যাবো।’ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ‘এই হল আমার আদেশ, এই হল আমার নির্দেশ, এই হল আমার শিক্ষা, এটাই পবিত্র কুরআনে দেওয়া হয়েছে। যদি তুমি প্রকৃত মু'মিন, প্রকৃত মুসলমান হয়ে থাকো, তবে আমার আদেশ-নিষেধ পালন করো। তাহলে এটি আমার প্রতিশ্রুতি যে, আমি তোমাকে জান্নাতে প্রেরণ করবো।’”